সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ৫"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ৫ম খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **"দুনিয়ার জীবনের অসারতার উপমা। মানুষের জন্যে কল্যানকর। হাসর ও বিচারের দৃশ্য।"**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১.দুনিয়ার জীবন হলো: সেই পানির মতো যা আমরা আসমান থেকে নাযিল করি। তার ফলে জমিন থেকে ঘন সুনিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। তারপর সেগুলো লুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ফলে বাতাস সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহাফ ১৮:৪৫)

২. ধন-মাল এবং সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সৌন্দর্য্য মাত্র।

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম। (সূরা কাহাফ ১৮:৪৬)

৩. স্বরণ করো, যেদিন আমরা পর্বতমালাকে তলিয়ে দেবো এবং তুমি পৃথীবিকে দেখতে পাবে এক উন্মুক্ত প্রান্তর (কেয়ামতের দিন)।

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ
نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

স্বরণ করো, যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং সেদিন আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে অব্যাহতি দিব না। (সূরা কাহাফ ১৮:৪৭)

৪. তোমরা মনে করতে, তোমাদের জন্যে আমরা প্রতিশ্রুত দিনটি (কেয়ামত) কখন সংঘটিত করবো না।

وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ
مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

তারা আপনার পালনকর্তার নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধ ভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। অথচ তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (সূরা কাহাফ ১৮:৪৮)

৫. তারা (অপরাধীরা) সেদিন (কেয়ামতের দিন) বলবে: হায় দুর্ভাগ্য আমাদের। এটা কেমন কিতাব (রেকর্ড)। এ কিতাব তো আমাদের ছোট-বড় কিছুই রেকর্ড করা ছাড়া বাদ দেয়নি।

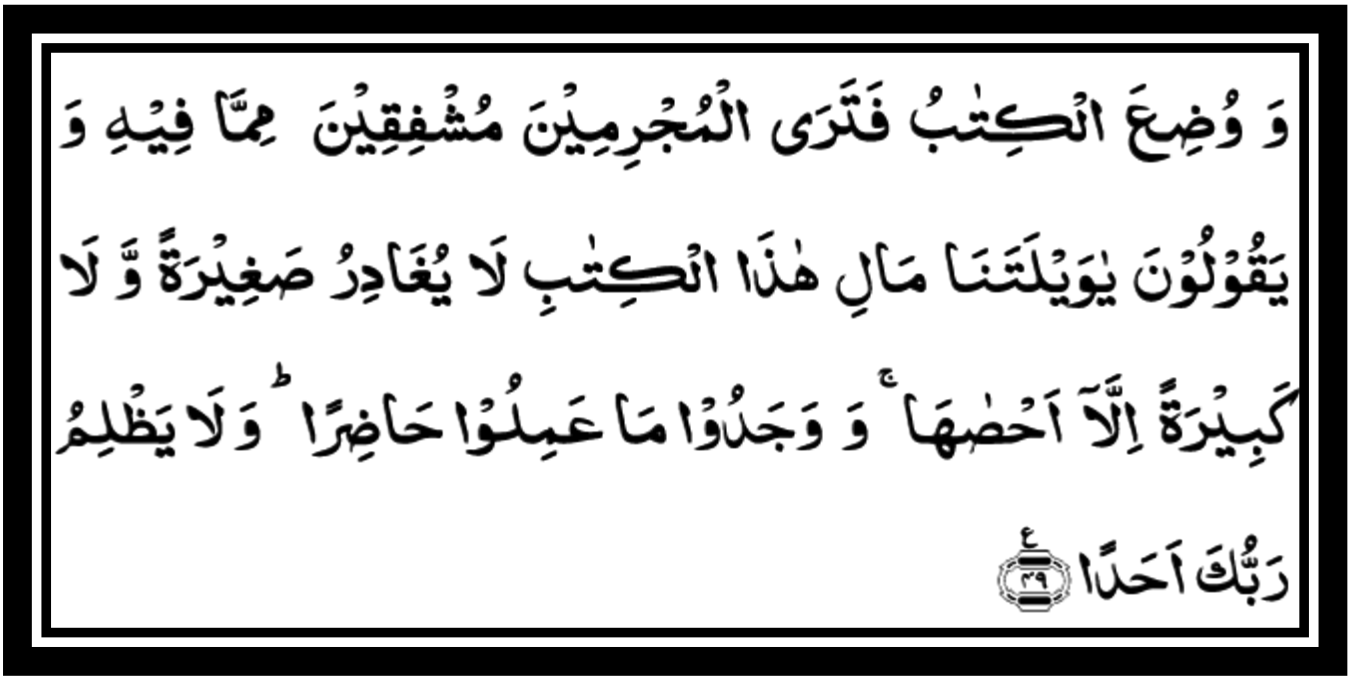
وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ
يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا
كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ
رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۴۹﴾

আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ 'হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (সূরা কাহাফ ১৮:৪৯)

সুতরাং ভাই ও বোনেরা, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়া আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নয়। আমাদের স্থায়ী বাসস্থান হচ্ছে আখেরাত। অতএব, আমাদের দুনিয়ার কর্মকান্ড স্থায়ী জীবন আখেরাত কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। আমাদের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহী করতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমরা দুনিয়ায় কোরআন হাদিস মোতাবেক চলবে এবং সৎ কাজ করবো, অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবো।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু